সোমপুর মহাবিহার কত সালে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হয়?

- ১৯৭৫
- ১৯৮৫
- ১৯৯৫
- ২০০৫

খলিফা হারুন অর রশিদের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে -

- উয়ারী-বটেশ্বর
- পাহাড়পুর
- মহাস্থানগড়
- চট্টগ্রাম

- বৈরাগীর ভিটা –
- রাজবন বিহার –
- ভোজ বিহার –
- উপমহাদেশের বড় বিহার –
- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার -

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন

উপমহাদেশে মুসলিম শাসন

- উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা হন— হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
- ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ছিলেন – মুহাম্মদ বিন কাসিম।
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আসে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে— মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে।

- **উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক:** আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন।
- **হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-** পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা। তার সহযোগিতায় সিন্ধু বিজয় সম্ভব হয়।
- **মুহাম্মদ বিন কাসিম-** তিনি সিন্ধু বিজয়ের নেতৃত্ব দেন।

সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ১৭ বার

- সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন— মোট ১৭ বার
- সুলতান মাহমুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন— ১০২৬ সালে।
- সুলতান মাহমুদ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি।

তরাইনের যুদ্ধ

- শিহাব উদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরী ১১৯১ সালে প্রথম তরাইনের যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং পরাজিত হন। যুদ্ধ হয় – মোহাম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে।
- পরবর্তীতে ১১৯২ সালে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ কে পরাজিত করেন এবং উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।

কুতুব উদ্দিন আইবেক:

দিল্লিতে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন

কুতুব উদ্দীন আইবেক

- দানশীলতার জন্য লাখবক্স হিসেবে পরিচিত
- সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রথম সম্রাট
- দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা— কুতুবউদ্দিন আইবেক।

দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন (সালতানাত)/Delhi Sultanate

- দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়- ১২০৬ সালে
- দিল্লীর স্বাধীন সালতানাতের পতন ঘটে- ১৫২৬ সালে
- দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত টিকেছিল- মোট ৩২০ বছর
- প্রতিষ্ঠাতা- কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)
- প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)
- একমাত্র মহিলা সুলতান- সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.)
- শেষ শাসক- ইব্রাহীম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খ্রি.)
- রাজধানী- দিল্লী

ভাগ্যবান দিল্লির সুলতান

শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ

শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ দিল্লির মামলুক সালতানাতের একজন সুলতান ছিলেন। তিনি ১১৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এর আগে প্রথম জীবনে তাকে ক্রীতদাস হিসেবে থাকতে হয়। তার ভাইয়েরা তাকে এক দাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। বিক্রির পর তাকে বুখারার কাজী সদর জং কিনে নেন। বুখারায় তিনি ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পান। এর পরে তাকে কুতুবউদ্দিন আইবেক কিনে নেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক তার যোগ্যতায় খুশি হয়ে তাকে সার-জান্দার হিসেবে নিয়োগ দেন। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তিনি আমির-ই-শিকার এবং পরে গোয়ালিয়রের আমির হিসেবে উন্নীত হন। আইবেক তার কন্যাকে ইলতুতমিশের সঙ্গে বিয়ে দেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর তার পুত্র শাসনভার গ্রহণের অযোগ্য প্রমাণিত হলে তুর্কিরা তাকে সুলতান হিসেবে মনোনিত করে।

ইলতুতমিশ: মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলক

সুলতানা রাজিয়া

- দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী।
- শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের কন্যা।
- ‘তার্কান-ই-চিহালগানী’ বা ‘চল্লিশ চক্র’ যা চল্লিশ জন ক্রীতদাসের সমন্বয়ে তৈরি। এরা রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করতে ভূমিকা রাখে।

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ

- নাসিরউদ্দিন মাহমুদ (শাসনকাল: ১২৪৬–১২৬৬)

সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র।

ফকির বাদশাহ নামে পরিচিত ছিলেন।

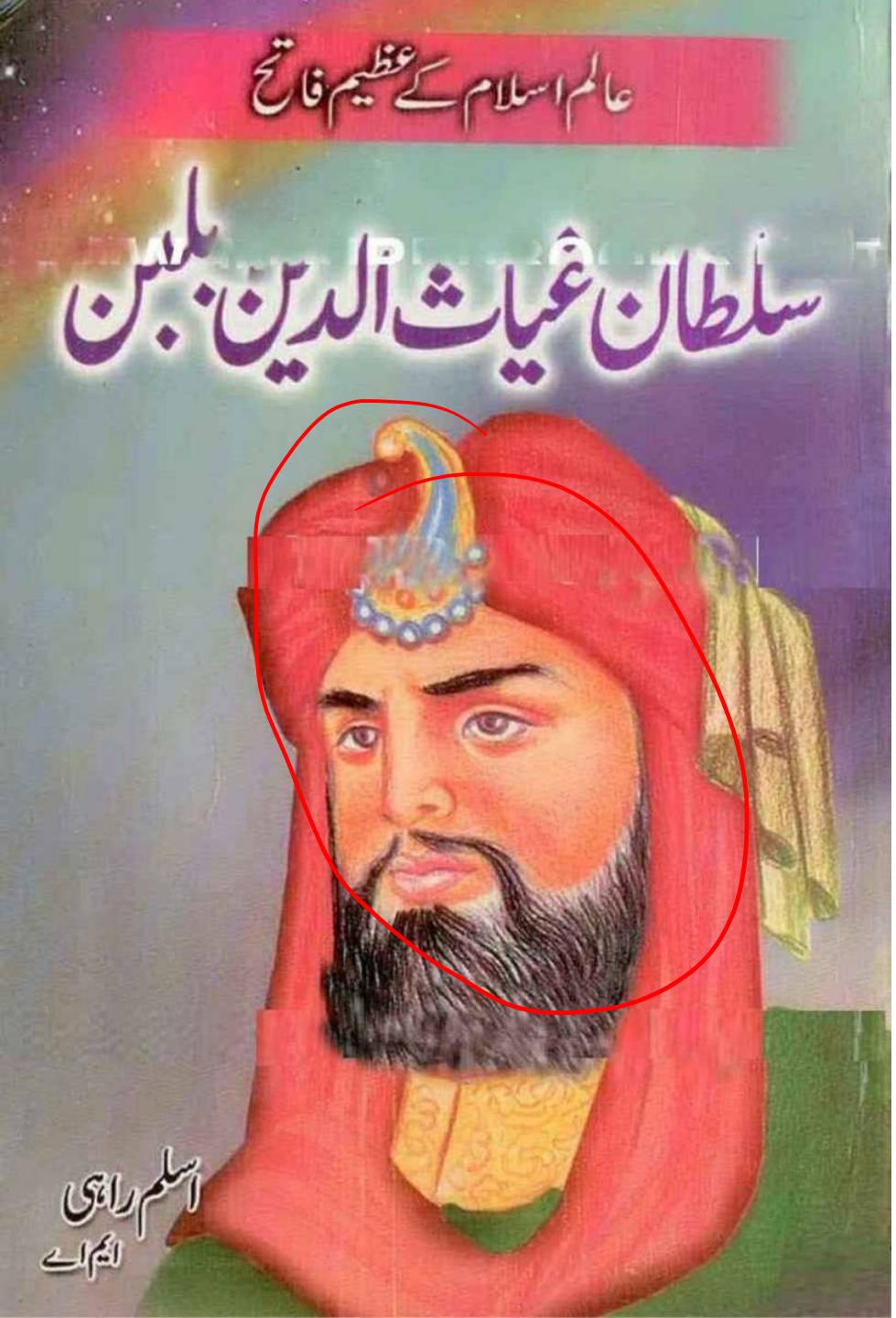

গিয়াসউদ্দিন বলবন

গিয়াসউদ্দিন বলবন

- রক্তপাত ও কঠোর নীতি (Blood and Iron Policy)
- বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক
- আমির খসরু (ভারতের তোতাপাখি) তার দরবার অলংকৃত করেন

আলাউদ্দিন খিলজি

আলাউদ্দিন খিলজি

- দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান
- ভারতের আলেক্সান্ডার (ইবনে বতুতা)
- দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন
- দিল্লির শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন
- আলাউদ্দিন খিলজি চতুর্দশ লুইয়ের মতো বলেন— আমিই রাষ্ট্র।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক

মুহাম্মদ বিন তুঘলক

- রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন।
- সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রথম প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করেন— মুহম্মদ বিন তুঘলক
- ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য ‘আমির কোহী’ নামে কৃষি বিভাগ তৈরি করেন— মুহম্মদ বিন তুঘলক

তাম্র মুদ্রা (মুহম্মদ বিন তুঘলক)

Recap

- সিন্ধু বিজয়ের নেতৃত্ব দেন –
- দিল্লিতে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন –
- দিল্লী সুলতানাত এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা -
- দিল্লির শাসকদের মধ্যে ~~তিনিই~~ প্রথম স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন –
- মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলক -

বাংলায় কী অবস্থা?

বাংলায় মুসলমানদের আগমন

১২০৪

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি

- পরিচয়: বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।
- অধিবাসী ছিলেন: আফগানিস্তানের
- জাতি হিসেবে: তুর্কি
- বংশ: খিলজি
- পেশা: সৈনিক
- বিহার জয় করেন: ১২০৩ সালে
- বাংলা জয় করেন: ১২০৪ সালে

খিলজি/খলজি শাসন

- বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা: ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি।
- বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করেন-মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে।
- বখতিয়ার খলজি পরাজিত করেন- লক্ষ্মণ সেনকে।
- রাজধানী – লক্ষণাবতী/লখনৌতি (গৌড়)
- মৃত্যু- আলী মর্দানের হাতে ১২০৬ সালে তিব্বত অভিযানের সময়।
- ইওজ খিলজি বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রা চালু করেন।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যু

১২০৬ সালে

বাংলায় মুসলিম শাসনের চিত্র

তুর্কি শাসন: ১২০৪-১৩৩৮

- খিলজী শাসন: ১২০৪-১২২৭
- দিল্লির মুসলিম শাসকদের অধীনে মামলুক শাসন: ১২২৭-১২৮৭ (৬০ বছর)

সুলতানী আমল: ১৩৩৮-১৫৩৮

- ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১১)
- রাজা গণেশের বংশ (১৪১৪-১৪৩৫)
- পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ (১৪৩৫-১৪৮৭)
- হাবশী শাসন (১৪৮৭-৯৩)
- হুসেন শাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮)

আফগান শাসন: ১৫৩৮-১৫৭৬

- শূর শাসন (১৫৩৮-১৫৫৩)
- স্বাধীন শূর সালাতানাত (১৫৫৩-১৫৬৩)
- কররানী শাসন (১৫৬৩-১৫৭৬)

মুঘল আমল: ১৫৭৬-১৭৫৭

- বারো ভূইয়াদের শাসন (১৫৭৬-১৬১০)
- সুবেদারী শাসন (১৬১০-১৭০০)
- নবাবী আমল (১৭০০-১৭৫৭)

বাংলায় তুর্কি শাসন

- এ যুগের শাসনকর্তাদের পুরোপুরি স্বাধীন বলা যাবে না। শাসকদের সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। তবে তাঁদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লির আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। **তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর'। এর অর্থ 'বিদ্রোহের নগরী'।**

ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন

- ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। বাংলার শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। **তাই বলা যায় যে, বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন।**

মামলুক শাসন (১২২৭-১২৮৭)

৬০

দাসদের মামলুক বলা হয়

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ

বাংলায় প্রথম তুর্কী শাসক

সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র ছিলেন

ফকির বাদশাহ নামে পরিচিত ছিলেন

উল্লেখযোগ্য তুর্কী শাসক

- তুঘরিল: মামলুক তুর্কিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।
- বুগরা খান: **নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ বুগরা খান** স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করেন। তিনি গিয়াসউদ্দিন বলবনের পুত্র ছিলেন। তার নামানুসারে বগুড়া জেলার নামকরণ করা হয়েছে।
- সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ: তার আমলে বাংলায় আসেন হযরত শাহজালাল (রা.)

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল

দিল্লির সুলতানরা ১৩৩৮-১৫৩৮ এই দুশ বছর বাংলাকে নিজেদের শাসনে রাখতে পারেনি।

১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন ‘ফখরা’ নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ‘ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ’ নাম নিয়ে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)

✓বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়-১৩৩৮ সালে

✓বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনের পতন ঘটে ১৫৩৮ সালে

✓বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন টিকে ছিল মোট ২০০ বছর

✓প্রতিষ্ঠাতা- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রি.)

✓প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রি.)

✓শ্রেষ্ঠ শাসক- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)

✓শেষ শাসক- গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.)

✓রাজধানী- সোনারগাঁও, গৌড়

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)

- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান।
- ১৩৩৮ সালে তিনি সোনারগাঁওয়ের শাসনক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা ঘোষনা করেন।

নিজনামে মুদ্রা জারি করেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

- ১৩৫২ সালে সমগ্র বাংলা অধিকার করেন এবং সমগ্র বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন।
- উপাধি 'শাহ ই বাঙাল।'
- এসময় বাংলা সব জনপদ একত্র করে 'বাঙ্গালাহ' নাম দেন।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসনকর্তা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- তার সময় থেকে বাংলার অধিবাসীগণ পরিচিত হয় বাঙালি নামে।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১)

- পারস্যের কবি **হাফিজের** সাথে পত্রবিনিময়।
- বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তার বিখ্যাত রচনা **ইউসুফ জুলেখা** এ সময়ে সম্পন্ন করেন।
- গোলাম হোসেন সলিম জায়েদপুরী কর্তৃক রচিত 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে তার ন্যায়বিচারের কথার বর্ণনা আছে।

মহারাজ গণেশ ছিলেন বাংলার একজন হিন্দু শাসক। তিনি বাংলার ইলিয়াস শাহি রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় এসে সমগ্র বাঙ্গালা জুড়ে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

- তাঁর পুত্র ছিলেন সুলতান যদুনারায়ণ বা জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ।

জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ এর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস রামায়ন রচনা করেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ (১৪৩৫-১৪৮৭)

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ

- পরবর্তী ইলিয়াস শাহী যুগের প্রকৃত প্রথম শাসক।
- তাঁর শাসনামলে বাগেরহাটে (খলিফাতাবাদে) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন: খান জাহান আলী।

খান জাহান আলী

- উপাধি: ‘উলুগ খান’ ও ‘খান-ই-আযম’
- নির্মাণ করেন: বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ,

  সোনা মসজিদ,

  বিবি বেগনি মসজিদ এবং

  খাঞ্জালি ও ঘোড়া দিঘী

সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ

- চট্টগ্রামকে আরাকান থেকে পুনরুদ্ধার করেন।
- নির্মাণ করেন: গৌড়ের ‘দাখিল দরওয়াজা’।

হাবশী শাসন

- আবিসিনিয়ার (বর্তমানে ইথিওপিয়া) অধিবাসীদের বলা হত হাবশী।
- বাংলায় ছয় বছর হাবশী শাসন জারি ছিল।
- হাবশী শাসন উচ্ছেদ করে সিংহাসনে বসেন সৈয়দ হোসেন।
- নাম ধারণ করেন আলাউদ্দীন হুসেনশাহ।

আলাউদ্দীন হুসেনশাহ

- ✓ সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান
- ✓ জ্ঞানী গুণী ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন
- ✓ মুসলমান শাসনের স্বর্ণযুগ
- ✓ 'জগৎ ভূষণ' ও নৃপতি তিলক' উপাধিতে ভূষিত হন
- ✓ তার আমলে বাংলার রাজধানী ছিল একডালা (গৌড়)
- ✓ এসময় শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন

আলাউদ্দীন হুসেনশাহ

- তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় **মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত বাংলায় অনুবাদ** করেছিলেন।
- হুসেন শাহ এর সেনাপতি পরাগল খাঁ'র পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন।
- **আলাউদ্দীন হুসেনশাহ** তৈরী করেন গৌড়ের **ছোট সোনা মসজিদ**।

ছোট সোনা মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

নির্মাতা: আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

বাংলার আকবর বলা হয় – আলাউদ্দীন হুসেন শাহকে

- ‘হোসেন শাহী’ বংশের প্রতিষ্ঠাতা- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।
- সুলতানী শাসনামলে বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতি সাধিত হয়েছিল এই জন্য যার শাসনামলকে ‘স্বর্ণযুগ’ বলা হয়েছে – আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।
- বাংলার আকবর বলা হয় – আলাউদ্দীন হুসেন শাহকে।

নাসির উদ্দীন নুসরাত শাহ (আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর পুত্র)

- গৌড়ের বিখ্যাত **বড় সোনা মসজিদ (বারদুয়ারি মসজিদ)** এবং কদম রসুল ভবন নুসরাত শাহের অমরকীর্তি।
- বাগেরহাটে 'মিঠা পুকুর' খনন করেন- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।

বড় সোনা মসজিদ। নির্মাতা: নুসরাত শাহ

বাংলা শেষ স্বাধীন মুসলমান শাসক

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

হোসেন শাহী রাজবংশের

সর্বশেষ সুলতান

ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থাপনা

নাম	নির্মাতা	বিবরণ
ষাট গম্বুজ মসজিদ	উলুঘ খান জাহান আলী	অবস্থান: বাগেরহাট। সুলতানি আমলের সবচেয়ে বড় মসজিদ। গম্বুজ সংখ্যা: ৮১
সাত গম্বুজ মসজিদ	উমিদ খাঁ (শায়েস্তা খাঁর আমলে। উমিদ খাঁ শায়েস্তা খাঁর পুত্র)	অবস্থান: মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ছোট সোনা মসজিদ	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	অবস্থান: শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বড় সোনা মসজিদ	**নাসির উদ্দীন নুসরাত শাহ**	অবস্থান: গৌড়, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ
বিনত বিবির মসজিদ	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ	অবস্থান: নারিন্দা, ঢাকা। ঢাকা শহরের প্রথম মসজিদ।

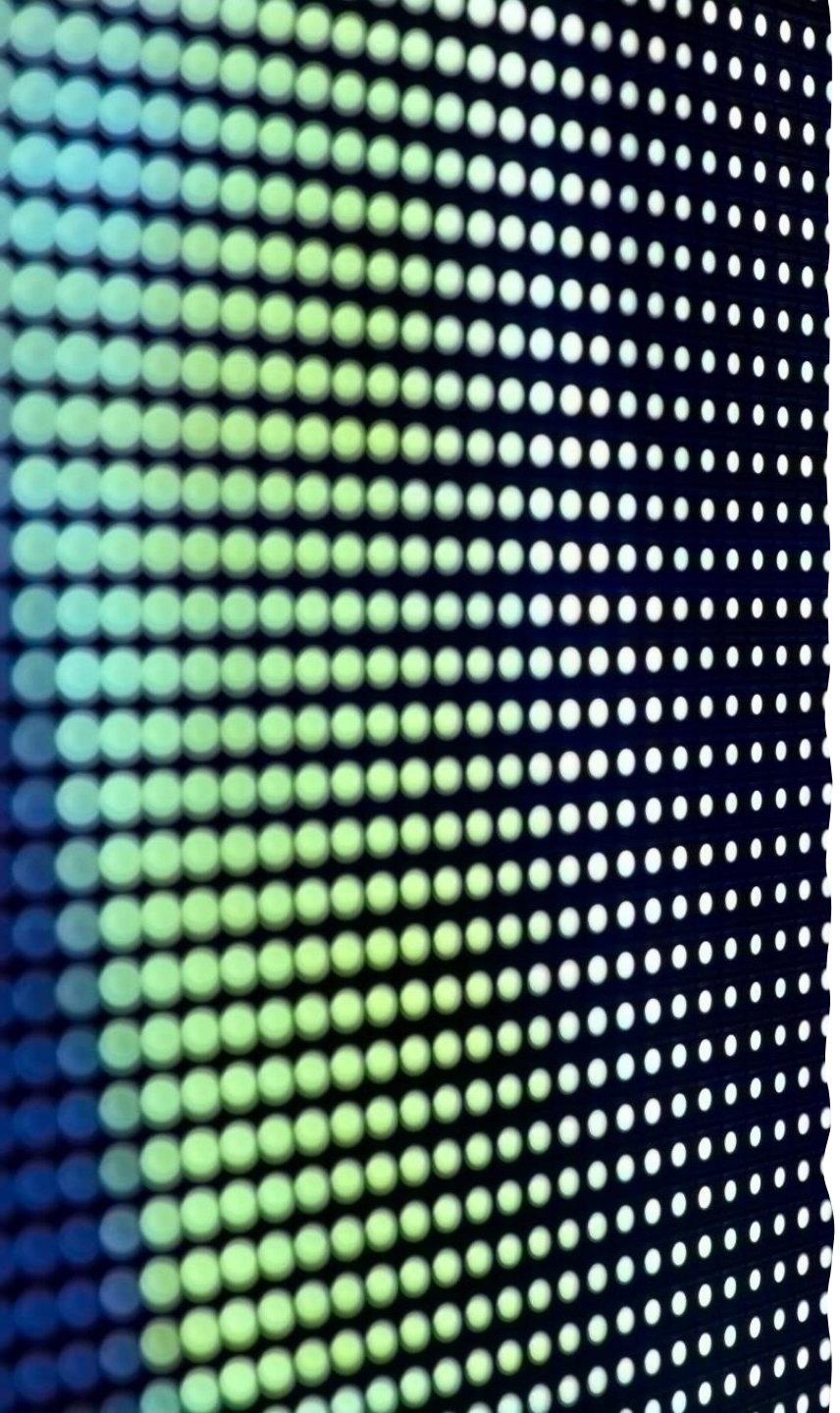

Recap

Thank You